যুগান্তর

তারিখ 24 JAN 2008
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

22 frames

ঢাবি'র আটক সব ছাত্র মুক্ত

যুগান্তর রিপোর্ট

গাড়ি পোড়ানো মামলায় মুক্তি পেয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ছাত্র। কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ফিরে এসেছেন তাদের প্রিয় ক্যাম্পাসে। সকালে কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে প্রথমেই ক্যাম্পাসে এসে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে ছাত্র-শিক্ষক সংহতি সমাবেশে যোগ দেন পাঁচজন। তারা হচ্ছেন— জাহিদুল ইসলাম বিপ্লব, দ্বীন ইসলাম, দ্বীন ইসলাম এ্যাঞ্জেল, রফিকুল ইসলাম সুজন ও মানবেন্দ্র দেব। মুক্তিপ্রাপ্ত ছাত্ররা ক্যাম্পাসে এলে সেখানে উপস্থিত হাজার হাজার শিক্ষক-ছাত্র তাদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। বিকালে এবং সন্ধ্যায় আরও দুই দফায় মুক্তি পান তিনজন— আসাদুজ্জামান আসাদ, লিটন মাহমুদ ও মনিরুজ্জামান সর্দার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত ঘটনায় মোট. মামলা হয়েছে ৫৩টি। এর মধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে মোট ৪৬টি মামলার। বাকি ৭টি মামলা এখনও বহাল রয়েছে। যদিও এই মামলা ৭টির নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া চলছে বলে সূত্র জানায়। এই মামলা ৭টিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭ জনসহ মোট আসামি সংখ্যা ১৪।

গতকাল সকালে ঢাবির মুক্তিপ্রাপ্ত ছাত্ররা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। এক তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় তারা বলেন, আদালত তাদের জামিনে মুক্তি দিয়েছেন। এখনও মামলা প্রত্যাহার করা হয়নি। অবিলম্বে তাদের বিরুদ্ধে দায়ের করা সব মামলা প্রত্যাহারের জন্য সরকারের কাছে আহ্বান জানান। অন্যথায় আন্দোলন চলবে বলে তারা হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন। জানা গেছে, গাড়ি পোড়ানো মামলা থেকে এ পর্যন্ত পুরোপুরি অব্যাহতি দেয়া হয়েছে ঢাবি ছাত্র মনিরুজ্জামান সর্দার, মানবেন্দ্র দেব ও লিটন মাহমুদকে। মামলাটি প্রত্যাহার না করায় জামিনে মুক্তি পাওয়া ৫ ছাত্র ছাড়াও পলাতক আবুল হাসান ও রাশেদুল হাবিবের বিরুদ্ধে ওই মামলার বিচারকাজ চলবে।

বুধবার সকালে তিন সতীর্থকে কারাগারে রেখেই জামিনে বের হয়ে আসেন ওই ৫ ছাত্র। ডিআইজি প্রিজন মামুনুল হায়দার ছিদ্দিকী ওই সময় যুগান্তরকে বলেছিলেন, শাহবাগ থানার ৫১ নম্বর মামলায় ৫ ছাত্রকে জামিনে মুক্তি দেয়া হয়েছে। বাকি তিনজনের কাগজপত্র কারা কর্তৃপক্ষের হাতে এলেই তাদের মুক্তি দেয়া হবে। দুপুরে ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিম আল মামুনের আদালত শাহবাগ থানার ৫১ নম্বর মামলায় ঢাবি ছাত্র আসাদুজ্জামানের জামিন মঞ্জুর করেন। বিকালে ওই আদেশ কারা কর্তৃপক্ষের হাতে পৌঁছে। এর আগেই ঢাবি ছাত্র লিটন মাহমুদ ও মনিরুজ্জামানের জামিনের কাগজপত্র কারাগারে পৌঁছে। এরপর দুই ধাপে আটক তিন ছাত্রের মুক্তি দেয় কারা কর্তৃপক্ষ।

বুধবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে প্রথমে কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে একে একে বের হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র মুক্ত : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ২

মুক্ত : ছাত্র

(১ম পৃষ্ঠার পর) কাজী জাহিদুল ইসলাম বিপ্লব, দ্বীন ইসলাম, দ্বীন ইসলাম এ্যাঞ্জেল, রফিকুল ইসলাম সুজন ও মানবেন্দ্র দেব। কারাগারের মূল ফটকে তাদের ফুলেল শুভেচ্ছা জানান দুই শতাধিক শিক্ষক-ছাত্র। পরে তারা হেঁটে চলে আসেন কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে। সেখানে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের পর মুক্তিপ্রাপ্ত ছাত্ররা দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে যোগ দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে ছাত্র-শিক্ষক সংহতি সমাবেশে। সেখানে আসামাত্র হাজার হাজার ছাত্র-শিক্ষক করতালি ও ফুল দিয়ে তাদের শুভেচ্ছা জানান।

কোর্ট রিপোর্টার জানান, বুধবার সকাল পর্যন্ত আটজন ছাত্র কারাগারে আটক ছিলেন। তারা হচ্ছেন— কাজী জাহিদুল ইসলাম বিপ্লব, দ্বীন ইসলাম এ্যাঞ্জেল, রফিকুল ইসলাম সুজন, দ্বীন ইসলাম, আসাদুজ্জামান, লিটন মাহমুদ, মানবেন্দ্র দেব ও মনিরুজ্জামান সর্দার। তাদের মধ্যে সোমবার শাহবাগ থানার ৫১ নম্বর মামলা থেকে মানবেন্দ্র দেব ও লিটন মাহমুদ অব্যাহতি পান। বুধবার এ মামলায় কাজী জাহিদুল ইসলাম বিপ্লব, দ্বীন ইসলাম এ্যাঞ্জেল, রফিকুল ইসলাম সুজন, দ্বীন ইসলাম ও আসাদুজ্জামান মুক্তি পেয়েছেন। আর মনিরুজ্জামান সর্দার শিক্ষক নিমচন্দ্র ভৌমিকের সঙ্গে মঙ্গলবার আদালতের রায়ে ৫৪ নম্বর মামলা থেকে খালাস পান।

এদিকে আগস্ট মাসের ওই ঘটনায় ঢাকার মতিঝিল ও শাহবাগ থানায় ৯ ছাত্রের বিরুদ্ধে জরুরি বিধিমালা ভঙ্গের অভিযোগে দায়ের হওয়া পৃথক ৪টি মামলাও প্রত্যাহারের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে ঢাকার পাবলিক প্রসিকিউটরকে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য চিঠি দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে ঢাকার পাবলিক প্রসিকিউটর ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৯৪ ধারায় ঢাকার মুখ্য বিচারিক আদালতে আবেদন করবেন বলে একটি সূত্র জানিয়েছে। অভিযুক্ত ছাত্ররা হচ্ছেন— রায়হান কবির, পলাশ মিয়া, সোহেল রানা, হাসিবুল হক, নাসির উদ্দিন প্রিন্স, মারুফ, রিয়াদ, জিয়াউর রহমান ও মোঃ জিয়াউর রহমান।